মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৮০

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - জুমু‘আর সালাত ফরয

আরবী

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيض أَو مُسَافر أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حميد» . رَوَاهُ الدراقطني

বাংলা

১৩৮০-[১১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার ওপর ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে, তার জন্য জুমু’আর দিনে জুমু’আর সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। তবে অসুস্থ, মুসাফির, নারী, নাবালেগ ও গোলামের ওপর ফরয নয়। সুতরাং যারা খেল-তামাসা বা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে জুমু’আর সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) হতে উদাসীন থাকবে, আল্লাহ তা’আলাও তার দিক থেকে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি সুউচ্চ, প্রশংসিত। (দারাকুত্বনী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : দারাকুত্বনী ১৫৭৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৫১৪৯, সুনানুল বায়হাক্বী আল কুবরা ৫৬৩৪, শু‘আবুল ঈমান ২৭৫৩। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহ্ইয়া এবং মা‘আয ইবনু মুহাম্মাদ দু’জনই দুর্বল রাবী। আর আবুয্ যুবায়র মুদ্দালিস রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: মুসাফিরের ওপর জুমু‘আয় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়, সেটার দ্বারা সরাসরি সফর অর্থাৎ সওয়ারী অবস্থা উদ্দেশ্য হতে পারে, আর সওয়ারী থেকে নামলে তার জন্য জুমু‘আহ্ ওয়াজিব। যদিও শুধু সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায়ের সময় নিয়ে নেমে থাকে।

একদল ‘উলামাগণ এ মত ব্যক্ত করেছেন, তাদের মধ্য যুহরী ও নাখ্‘ঈ রয়েছেন। কেউ বলেছেন, তার ওপর

জুমু‘আহ্ ওয়াজিব নয়, কেননা সে مُسَافِر (মুসাফির) শব্দের মধ্যই রয়েছে এবং এটাই জমহূর ‘উলামাগণের মত। এমনকি এটাই অধিক নিকটবর্তী ও কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কেননা সফরের হুকুমে তার জন্য ক্বসর বলবৎ রয়েছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55940

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন